দৈনিক বাংলা

002

তারিখ ... ২০/১১/৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ৩ ...

চাকরিতে মহিলা

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, শিক্ষকতার মত একটি পেশায় মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত—বিশেষ করে যেখানে অন্য কোন পেশা গ্রহণ সামাজিক কারণে মহিলাদের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না। এ জন্যেই সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদের ৫০% ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। সরকারের এই ব্যবস্থায় দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের ন্যায্য স্বার্থই সংরক্ষিত হয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। বিদ্যালয়ের চাকরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বয়সের সর্বোচ্চ সীমা ৩০ বৎসর নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সীমা মহিলাদের জন্য কিছুটা শিথিল করা হয়। যেমন—পুরুষের বয়স ২৭ বৎসর নির্ধারিত থাকলে মহিলাদের ৩০ বৎসর পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকতার পদেও মহিলাদের অনুরূপ অতিরিক্ত বয়সের সুযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

তাছাড়া উল্লেখ্য, অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ই গ্রামে অবস্থিত। ফলে গ্রামের শিক্ষিত মহিলাদের চাকরির একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে মহিলাদের জন্যে সরকারী চাকরির যে ১৭% ভাগ পদ সংরক্ষিত থাকে তা অধিকাংশই শহর অঞ্চলে এবং শহরের মহিলাদের দ্বারাই পূরণ করা হয়। গ্রাম ছেড়ে যারা শহরে চলে আসেননি সে সব মহিলারা চাকরীর সুযোগ পান না। তাই ইউনিয়ন বা উপজেলা সমূহের যেসব মহিলা গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও কিছু লেখাপড়া করতে পেরেছেন তাদের প্রায় সবাই বেকার বসে থাকেন। ফলে চাকরির বয়স প্রায়ই তাদের থাকে না। গ্রামে অন্য কোন চাকরির সুযোগ নেই বলে সারাজীবনই তাদের বেকার এবং আর্থিক অনটন থাকতে হয়।

এই প্রেক্ষিতে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত মহিলাদের—যাদের জন্যে অন্য সব পথ রুদ্ধ—তাদের বিষয়টি সদয়ভাবে বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের চাকরিতে পুরুষদের সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বৎসর হলে মহিলাদের ৩৩ বৎসর পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। বস্তুত অবহেলিত ও অনগ্রসর নারী সমাজকে পুরুষের সমান বিবেচনা করা এবং সব ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামানো যুক্তিযুক্ত নয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাফিয়া খাতুন
তালজাঙ্গাল,
তাড়াইল, ময়মনসিংহ।